সংবাদ

তারিখ 29 JUL 2017
পৃ ১৬ কলাম ৫

ঢাবি ভিসি নির্বাচন

সিনেট অধিবেশন বর্জনের ঘোষণা সাদা দলের

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের রেজিস্ট্রার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধিসহ ৫০টি পদ শূন্য থাকায় উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের অধিবেশন বর্জন করেছে সাদা দলের শিক্ষকরা। গতকাল সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক আখতার হোসেন খান অধিবেশন বর্জনের ঘোষণা দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আজ তিনজনের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন করবেন সিনেট সদস্যরা। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন সাদা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

সাদা : দলের

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সাদা দলের যুগ্ম-আহ্বায়ক মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক মো. মোর্শেদ হাসান খান, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও সিনেট সদস্য এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, পরিসংখ্যান, প্রাণপরিসংখ্যান ও তথ্যপরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক লুৎফর রহমান ও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে অধ্যাপক আখতার হোসেন খান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণতন্ত্রের সূতিকাগার। গণতন্ত্রের এই সূতিকাগারের সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত প্যানেল হতে উপাচার্য নিয়োগ লাভ করুক এটা আমাদের প্রত্যাশা। সিনেট সদস্য সংখ্যা ১০৫ জন। কিন্তু বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৫৫ জন। বাকি ৫০টি পদ শুন্য রয়েছে। যেখানে ২৫ জন সদস্য রেজিস্ট্রার্ড গ্র্যাজুয়েট কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার কথা।

সিনেটের প্রায় অর্ধেক সদস্যপদ খালি রেখে বিশেষ করে রেজিস্ট্রার্ড গ্র্যাজুয়েটের মতো গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি পদ খালি রেখে একটি অসম্পূর্ণ সিনেটের মাধ্যমে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন কারও কাছেই কাঙ্ক্ষিত নয়। তাই শনিবারের সিনেট সভা স্থগিত করে অবিলম্বে রেজিস্ট্রার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনসহ অন্য ক্যাটাগরির শূন্যপদ পূরণের পর উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, চারবছর আগেও অনির্বাচিত উপাচার্যের দ্বারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হওয়ার পর যখন ২০১৩ সালে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন করা হয় তখনো রেজিস্ট্রার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধিসহ অন্য ক্যাটাগরিতেও অনেক সদস্যপদ শূন্য ছিল। এর প্রতিবাদে আমরা উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের জন্য আহূত সিনেট অধিবেশন বর্জন করেছিলাম। এবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায় আমরা শনিবারের সিনেট অধিবেশন বর্জন করছি।

উল্লেখ্য, ১৯৭৩ এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরিচালিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট সদস্যরা ভোট দিয়ে তিনজনের একটি উপাচার্য প্যানেল ঠিক করেন, তারমধ্য থেকে একজনকে উপাচার্য পদে নিয়োগ দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বা রাষ্ট্রপতি।

এই উপাচার্য নির্বাচনের সভা ডেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক গত ১৬ জুলাই সিনেট সদস্যদের চিঠি দেয়ার পর রেজিস্ট্রার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন না করার কারণ দেখিয়ে উচ্চ আদালতে রিট করেছিলেন আওয়ামী নীল দলের শিক্ষকদের একটি গ্রুপ।

এতে সিনেট সভার ওপর হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ দিলেও পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চেম্বার আদালতে গেলে তা স্থগিত হয়ে যায়। বিষয়টি আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির জন্য ৩০ জুলাই তারিখ নির্ধারণ করে দেন চেম্বার বিচারপতি।

চেম্বার আদালতের এ আদেশের ফলে সিনেট সভা করতে বাধা নেই বলে জানিয়েছেন আইনজীবীরা। এই প্রেক্ষাপটে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনে হতে যাওয়া সিনেট অধিবেশন বর্জনের সিদ্ধান্ত জানালেন সাদা দলের শিক্ষকরা।